রমাদান
প্রিপারেশন

আল্লামা মুফতি তাকি উসমানী

সাবেক জাস্টিস পাকিস্তান শরিয়াহ বোর্ড।
শাইখুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিস
জামিয়া দারুল উলূম করাচি, পাকিস্তান।

অনুবাদ

মাওলানা সাবেত চৌধুরী
ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

প্রকাশনায়:

কাতেবিন

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.

© প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় : কাতেবিন প্রকাশন

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
সাবেত চৌধুরী

পরিবেশনায় : ইতি প্রকাশন

Ramadan Preparetion by Mufti Taqi Usmani, Published by Katebeen Prokashon.

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই-ম্যাগাজিন-পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

ISBN : 978-984-99025-7-7

উৎসর্গ

বাবা, যাকে বড্ড অসময়ে হারিয়েছি। তিনি অবশ্যই তার নির্ধারিত সময়ে গেছেন। যেন এক পলকে সব করে দিয়ে আবার যাদুর মতোই মিলে গেছেন। বাবা তোমার এক অকৃতজ্ঞ সন্তান–সাবেত কলম ধরতে শিখেছে। যেখানেই থাকো আল্লাহর দয়ায় ভালো থেকো।

আল্লাহ বাবাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমিন।

(১৭ জুন ২০২০ সালে বাবা রাসূল খাইমা ইউ.এ.ই ১২ ব্যাচ আর্মড ব্যাটালিয়নে কর্তব্যরত অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার রুহের মাগফিরাত কামনায় বইটি নিবেদিত ও উৎসর্গিত।)

অনুবাদকের কলাম

আলহামদুলিল্লাহ, ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে দেওবন্দে পড়াকালীন সময়ে প্রথম সাময়িক পরিক্ষার ছুটিতে আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. এর ''রমাদান কেইসে গুযারে'' বইটির পি.ডি.এফ কপি ইন্টারনেট মারফত হাতে আসে। বইটি এক বসায় পড়ে শেষ করি। কয়েকবার বইটি পড়ি। একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে। অনুবাদ করার কোনো ইচ্ছায় নয়, পড়তে পড়তে নয় দশবার পড়ে ফেলি। আবেদন তবুও ফুরায় না।

পরিশেষে, অবসর সময়টা কাজে লাগাতে অনুবাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছি। সে সময় আরও কয়েকবার পড়া হয়। ছুটি শেষ হওয়ার পূর্বে শেষ করি লেখা। ছাপার অক্ষরে আসবে সেই আশায় লেখা হয়নি। তারপরও অনুবাদ শেষ করার পর আরও মনযোগী হলাম যেন বইটি গৎবাঁধা কোনো অনুবাদ মনে না হয়।

যতোটুকু পেরেছি তা আল্লাহ তাআলার দয়া-অনুকম্পা। যা কিছু ভুলত্রুটি সব বান্দার পক্ষ থেকে। বিজ্ঞ পাঠকের কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে অবশ্যই জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেবো। অগ্রিম জাঝাকাল্লাহ!

আল্লাহ তায়ালা বইটিকে আমাদের হেদায়েতের মাধ্যম বানান। এই রমাদানই যেন আমাদের শেষ রমাদান না হয় সেই দোয়া করি। আমরা যেন রমাদানের যথাযথ মর্যাদা দান করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সিয়াম সাধনা ও সংযমকে কবুল করুন। আমিন।

সাবেত চৌধুরী
০১/০১/২০২২

বিস্তারিত সূচি

রমাদান এক বড় নেয়ামত: ৯
বয়স বৃদ্ধির দোয়া ১০
পূণ্যময় জীবন কামনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া ১১
কেন রমাদানের অপেক্ষা? ১১
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১২
ইবাদতের জন্য ফেরেশতারা যথেষ্ঠ নয় কি? ১৩
ইবাদতের প্রকারভেদ ১৩
প্রথম প্রকার ইবাদত ১৪
দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত ১৪
হালাল কামাই সরাসরি ইবাদত নয় ১৫
প্রথম প্রকার ইবাদত উত্তম ১৫
এক ডাক্তারের ঘটনা ১৫
নামাজ কোন অবস্থাতেই পরিত্যাজ্য নয়: ১৬
মানবসেবা দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত ১৭
অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম ১৭
মানুষকে পরখ করে দেখাই উদ্দেশ্য ১৮
এমন নির্দেশ দিলেও জুলুম হতো না ১৮
আমরা বিক্রিত মাল ১৯
মানব তার জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে ২০
ইবাদাতের বৈশিষ্ট্য: ২১
দুনিয়ার কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য ২১
রহমতের বিশেষ মাস ২১
নৈকট্য অর্জন করো ২২
স্বাগত হে মাহে রমাদান ২৩

বাৎসরিক ছুটি রমাদানে কেন? ২৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উদ্দিষ্ট ইবাদতের হুকুম ২৪
মাওলানার শয়তানও মাওলানা ২৫
চল্লিশবার নৈকট্য অর্জন করো ২৫
ঈমানদারের মেরাজ ২৬
সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় ২৬
বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করো ২৭
নফল আমল বেশি করো ২৭
দান-সদকা বাড়িয়ে দিন ২৮
আল্লাহর যিকির যথাসম্ভব বেশি করো ২৮
গুণাহ থেকে বাঁচো ২৮
আল্লাহ তায়ালার সকাশে কায়োমনো বাক্যে প্রার্থনা করো ২৯

সংযুক্তি

রোজার নিয়ত ৩২
ইফতারের আগ মুহূর্তে বেশি বেশি ইসতেগফার পড়া ৩২
ইফতারের সময় দেরি না করে দোয়া পড়ে ইফতার করা ৩৩
ইফতারের পর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে দোয়া পড়া ৩৩
রোজা ভঙের কারণ ৩৩
রোজা মাকরুহ হওয়ার কারণ ৩৪
ইনজেকশন (INJECTION) ৩৫
রক্ত (BLOOD) আদান-প্রদান ৩৫
স্যালাইন (SALINE) ৩৫
ইনসুলিন (INSULINE) ৩৫
চোখে ওষুধ দেওয়া ৩৬
নাকে বা কানে ওষুধ দেওয়া ৩৬

ব্যান্ডেজ লাগানো ৩৬
অপারেশন (OPERATION)..... ৩৬
ঢুস (Suppository) দেওয়া..... ৩৭
মহিলাদের যোনিতে ওষুধ দেওয়া..... ৩৭
ওষুধ ব্যবহার করে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখা ৩৭
অক্সিজেন (OXIZEN)..... ৩৭
ইনহেলার (INHALER)..... ৩৮
ডায়ালাইসিস (DIALYSIS) ৩৮
টুথপাউডার, টুথপেষ্ট ব্যবহার ৩৯
বছরে যে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ..... ৪০
পরীক্ষার কারণে ফরয রোজা ছেড়ে দেওয়া! ৪০
রোজা রেখে হারাম বা মাকরূহ জিনিস দেখা..... ৪০
শিশুদের রোজা..... ৪০
রোজাদার ব্যক্তি মসজিদে ঘুমানো ৪১
রোজা-তারাবিহ স্বতন্ত্র দুটো ইবাদত ৪১
রমাদানে হোটেল, রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখা ৪১
ওষুধ সেবন করে ইফতার ৪১
নামাজ না পড়ে শুধু রোজা রাখলে!..... ৪২
রোজা নিয়ে ভারী কাজ করা..... ৪২
ইফতার মাহফিল করা..... ৪২
রোজার দিনে দাঁত ফেলানো..... ৪২
পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য তারাবিহ..... ৪৩
তারাবির জামাত ৪৩
চার রাকাত পরপর আরাম করা..... ৪৩
চার রাকাত পর সম্মিলিত দোয়া ও যিকির করবে নাকি একা যিকির করবে?..... ৪৩
তারাবির হাফেজ সাহেবদের যেভাবে হাদিয়া দিবেন: ৪৬

নবী-রাসূলগণের দোয়াসমূহ ৪৭
হজরত আদম (আ)-এর দোয়া ৪৭
হজরত নূহ্ (আ)-এর দোয়া ৪৭
হজরত ইউসুফ (আ)-এর দোয়া ৪৯
হজরত ঈসা (আ)-এর দোয়া ৫১
হজরত যাকারিয়া (আ)-এর দোয়া ৫২
আসহাবে কাহাফের দোয়া ৫৪
প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ৫৬
ইবাদত কবুল হওয়ার দোয়া ৬৩
ঈমান রক্ষার দোয়া ৬৪
সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার দোয়া ৬৫
আল্লাহর রহমত লাভের দোয়া ৬৫
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দোয়া করবে ৬৫
সুখী জীবন লাভের দোয়া ৬৬
কিয়ামতের হিসাব সহজ হওয়ার দোয়া ৬৬
আখিরাতে আমলের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারি কালিমা ৬৭
জান্নাত লাভের দোয়া ৬৭
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া ৬৭
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার দোয়া ৬৮
বিভিন্ন নফল নামায ও তার ফযীলত ৬৯
ইশরাকের নামায ৭০
চাশতের নামায ৭১
আওয়াবীন নামায ৭৪
সালাতুত তাসবীহ ৭৫
সালাতুল হাজত ৭৭
ইস্তিখারার নামায ৭৯

রমাদান এক বড় নেয়ামত

রমাদান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজির মধ্যে অন্যতম একটি নেয়ামত। আমরা এই বরকতময়ী মাসের বাস্তবতা ও মর্যাদা সম্পর্কে কী করে জানব! কেননা, আমরা দিন-রাত দুনিয়ার মোহ, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকি। ভাববার সময়ই বা ক'জন পাই। সকাল-সন্ধ্যা দুনিয়া কামাইয়ের দৌড় ঝাপে লিপ্ত থাকি। সবই করি পেটের দায়ে। আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যাকে এর বুঝ দান করেন এবং এ বরকতময়ী মাসের আলোকরশ্মী দ্বারা আলোকিত করার ইচ্ছা করেন, ভরপুর সফলতা তার পদ চুম্বন করবে। এ মাসের যথাযথ গুরুত্ব তাদের কাছে অপরিসীম। আমরা এই হাদিস সম্পর্কে অবগত আছি যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রজব মাসের চাঁদ দেখতেন, দোয়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وشَعْبَانَ وبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

> হে আল্লাহ, আমাদের রজব এবং শা'বান মাসে ভরপুর বরকত দান করুন, এবং রমাদান মাসে পৌঁছার তৌফিক দান করুন।[১]

অর্থাৎ, আমাদের জীবন প্রদীপ এতোটুকু দীর্ঘ করুন যেন রমাদান মাস নসিব হয়। ভেবে দেখুন, রমাদানের দু'মাস পূর্বেই কতো আগ্রহ উদ্দীপনা ও অপেক্ষা এ মাসকে পাওয়ার। যার জন্য স্বয়ং রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন। যেন এ মাস আল্লাহ নসিব করেন। এ কাজ ওই ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি রমাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ অবগত আছেন।

---

[১] *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ২/১৬৫

বয়স বৃদ্ধির দোয়া

কোনো ব্যক্তি যদি এই নিয়তে বয়স বৃদ্ধির দোয়া করেন যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালিত করবেন, যা আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম হবে। এমন দোয়া করা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আমাদের এই দোয়া বেশি করা উচিৎ—

> হে আল্লাহ, আমাদের জীবনকে এতোটুকু প্রলম্বিত করুন যাতে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন গড়তে পারি এবং এ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি যেন, আপনি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট।

এমন দোয়া করা অনুচিত—

> ''হে আল্লাহ! এই দুনিয়া থেকে আমাকে উঠিয়ে নাও।''

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা এই ভেবে মৃত্যু কামনা করছি যে, দুনিয়ার অবস্থা ভালো না, মরে গেলেই বেঁচে গেলাম। আল্লাহর সান্নিধ্যে শান্তিতে দিনাতিপাত করব! আগে তো নিজেকে প্রশ্ন করি সেখানে যাওয়ার কী প্রস্তুতি নিয়েছি? আল্লাহই ভালো জানেন এ অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হলে আমাদের কী পরিণতি হবে। এই জন্য সব সময় এই দোয়া করা—

> আমৃত্যু আল্লাহ যেন তার সন্তুষ্টির পথে আমাদের পরিচালিত করেন।

পূণ্যময় জীবন কামনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ.

> হে আল্লাহ! বেঁচে থাকা যে সময় পর্যন্ত আমার জন্য কল্যাণময়, ওই সময় পর্যন্ত জীবনকে প্রলম্বিত করুন। আর যখন মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর তখন মৃত্যু দান করুন।[২]

এই দোয়া করা—

> হে আল্লাহ, আমার জীবন দীর্ঘ করুন যেন আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক পেয়ে যাই।

এভাবে দোয়া করা বৈধ। যা গৃহিত রাসূলের রমাদান মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়ূ কামনার দোয়া থেকে।

কেন রমাদানের অপেক্ষা?

এখন এ প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতেই পারে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এতো আগ্রহ ও উদ্দীপনা কেন ছিল রমাদান মাসকে কেন্দ্র করে, যেন আমরা তা পেয়ে যাই? উত্তর একটাই আল্লাহ তায়ালা এ মাসকে নিজের মাস বানিয়েছেন। যেহেতু আমরা বাহ্যিক দিক লক্ষ করি; তাই ভাবি রমাদান মাস রোযার মাস, তারাবিহর মাস। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা রমাদানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রোযা, তারাবিহ অথবা অন্য যে কোন

[২] *মুসনাদে আহমাদ:* ৩/১০৪

ইবাদতই হোক না কেন, এ সব ইবাদতই ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ তায়ালা রমাদানকে স্বীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ওই সব লোক যারা এগারো মাস আল্লাহ বিমুখ ছিলেন, দুনিয়ার দৌড়-ঝাপ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত সময় পার করেছেন, এবং উদাসীনতার অথৈ স্বপ্নীল সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন, তারা এই এক মাস আল্লাহমুখী হয়ে যান। যেন আল্লাহ তাদের শুধাচ্ছেন— হে বান্দা, দুনিয়ার মোহে পড়ে তোমরা আমার থেকে বহুদূরে সরে গেলে! তোমাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আমল ও কর্মজুড়ে ছিল শুধুই দুনিয়া। এখন আমি তোমাদের একটি মাস সুযোগ করে দিচ্ছি। এই মাসে তোমরা আমার কাছে এসো, অতি কাছে। এবং নিজেদের আমলকে শুধরে নাও, এতে আমার নৈকট্য অর্জিত হবে। জেনে রাখ, এটা আমার নিকটে আসার মাস।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

লক্ষ্য করুন, মানব ও জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্যই। কুরআনুল কারিমে এরশাদ হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

> আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।[৩]

সুতরাং পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি ও তার আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা।

[৩] সূরা যারিয়াত : ৫৬

ইবাদতের জন্য ফেরেশতারা যথেষ্ঠ নয় কি?

এখন যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ইবাদতের জন্য তো আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইতিপূর্বেই ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে একই উদ্দেশ্যে মানবকে সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? উত্তরে বলা হবে, যদিও ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য, তবে তারা সৃষ্টিগতভাবেই ইবাদতের ক্ষেত্রে বাধ্য। তাদের স্বভাবে কেবল ইবাদতের যোগ্যতাকেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। যার কারণে ইবাদত ছাড়া গুণাহ-পাপাচার নাফরমানী-অবাধ্যতার অবকাশই ছিল না। পক্ষান্তরে মানুষকে পাপাচার, অবাধ্যতা, ইবাদতের যোগ্যতা, ভালোমন্দ বিবেচনার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে এরপর বলেছেন তোমরা ইবাদত করো। এই কারণে ফেরেশতাদের জন্য ইবাদত করা সহজ। বিপরীতে মানুষের আছে প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, হটকারীতা এবং গুণাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার সক্ষমতা। ফলে হুকুম দিয়েছেন, এই সব গুণাহের পুনঃপুন আহ্বানের দিকে ধাবিত না হয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করো। কামনা-বাসনা, হটকারীতা ও গুণাহ পরিহার করো। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে একনিষ্ঠ হও।

ইবাদতের প্রকারভেদ

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বলা হচ্ছে মুমিনের সকল কাজই ইবাদত। যদি তার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং পন্থা সঠিক ও সুন্নাত অনুযায়ী হয়, তাহলে তার খাওয়া-দাওয়া, তার অবকাশ যাপন, ঘুমানো, পরস্পর মেলামেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলাটাও ইবাদত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যেমনিভাবে মুমিনের সব কাজ ইবাদত, তেমনিভাবে নামাজও একটি ইবাদত। তাহলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়? উত্তরটা ভালোভাবে না বুঝার কারণে বহু মানুষ ভ্রষ্টতার জালে আবদ্ধ হতে পারেন। সুতরাং বুঝা গেল ইবাদত দু'প্রকার।